95

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19 APR 1998 ... ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬ ...

এ এক নতুন অভিজ্ঞতা

ভেতরে চলছে পরীক্ষা আর বাইরে নকলরোধে কাজ করছে স্বেচ্ছাসেবকরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক।। সারাদেশে এখন এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষা কেন্দ্রে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা এবং বাইরে থেকে পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহের অপচেষ্টা প্রতিরোধ করা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে লংকাকান্ড ঘটে যায়। সব সময় এসব প্রতিরোধের জন্য সামাজিক উদ্যোগ প্রয়োজন বলে অভিমত দেন। এই পটভূমিতে সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করে দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসীয় কাজ করেছে ঢাকার কাছে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার সচেতন অধিবাসীরা। তারা আনুষ্ঠানিক কমিটি গঠন করে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, যাতে কেউ নকল সরবরাহ করতে না পারে তার জন্য প্রশাসনের সহযোগিতায় সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছে। এই কর্মযজ্ঞ চালিয়ে গত দু'বছর ধরে সিদ্ধিরগঞ্জের সচেতন নাগরিকতা উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

রাজধানীর ঢাকার পূর্ব সীমানা ঘেঁষে নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার অবস্থান। এতদিন এই থানার ১১টি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নারায়ণগঞ্জ শহরে গিয়ে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে হতো। বহু প্রচেষ্টার পর সিদ্ধিরগঞ্জের বেরতীমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা দেয়ার পর পরই এলাকাবাসী সমাবেশ করে সিদ্ধান্ত নেয় এই কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি করে নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করার।

গত বছর এলাকাবাসী একটি কমিটি গঠন করে পরীক্ষার সময় আইন-শৃংখলা রক্ষায় পুলিশকে সহযোগিতা করে। তাদের প্রয়াস পুলিশ বাহিনীসহ প্রশাসনের সব মহলের প্রশংসা কুড়ায়। তবে গত বছর রাজনৈতিক নেতারা এই কর্মকান্ডে যোগ দেননি। এবার সব রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, পাড়াভিত্তিক ক্লাব নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট সমাজকর্মী, শিক্ষকসহ সমাজের সব স্তরের প্রতিনিধি পরীক্ষা কর্মকান্ডে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এর ফলেই সমগ্র আয়োজনটি হয়েছে অত্যন্ত ব্যাপক।

এবার পরীক্ষা শুরুর সপ্তাহখানেক আগে সিদ্ধিরগঞ্জ বেরতীমোহন স্কুলে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এটিএম মান্নান এবং যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে আবুল কালাম আজাদকে। আর এই পুরো আয়োজনটির মধ্যমণি হিসেবে আছেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন।

এসএসসি পরীক্ষার ১ম দিন বেরতীমোহন স্কুল কেন্দ্রে গিয়ে এক সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার প্রত্যেকটি গ্রাম থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসেছেন। প্রায় ১শ' স্বেচ্ছাসেবক চতুর্দিকে বুকে ব্যাজ লাগিয়ে দায়িত্ব পালন করছে। কেন্দ্র সংলগ্ন প্রগতি সংসদ কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে ক্যাম্প। সেখানে পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা বিশ্রাম নিচ্ছেন। স্বেচ্ছাসেবকরা অভিভাবকদের চা দিয়ে আপ্যায়ন করছে। থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবুর রহমান এবং থানা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক গাজী ইসমাইল প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্র সচিব এবং পুলিশ অফিসারদের কাছ থেকে খোঁজ নিচ্ছেন কোন অসুবিধা আছে কিনা।

কথা হলো কেন্দ্র সচিব অধ্যক্ষ এমএ জলিলের সাথে। তিনি বললেন, দীর্ঘ ৩০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে অসংখ্য কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেছি; কিন্তু এলাকাবাসীকে একতাবদ্ধ হয়ে এমনভাবে সহযোগিতা করার ঘটনা আর দেখিনি। এর প্রশংসা না করে পারা যায় না।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি রকিকুল আলম কেন্দ্র সচিবের কক্ষে বসে এই প্রতিনিধিকে বলেন, এলাকাবাসীরা আমাদের সহযোগিতা করার যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তার কোন তুলনা নেই। তিনি বলেন, ঐক্যবদ্ধ হলে যে কত ভাল কাজ করা যায় এই এলাকাবাসী তা প্রমাণ করেছেন।